ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৮৩৬(আগরতলা, ২২।৬)
ধর্মনগর, ২২ জুন ২০২২

৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন
অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে ঃ জেলাশাসক

আগামী ২৩ জুন ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটারগণ যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। আজ জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা নাগেশ কুমার বি. সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। বিবিআই স্কুলের একটি হলঘরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর ত্রিপুরা জেলার এসপি ড. কিরণ কুমার কে, ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার এল দার্লং, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা জয়ন্ত দে উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৫০টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। মোট ৩৯টি স্থানে এই ৫০টি ভোট কেন্দ্র অর্থাৎ ১১টি স্থানে দুটি করে ভোট কেন্দ্র রয়েছে। ভোটার রয়েছেন ৪৩ হাজার ৩৭৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২১ হাজার ৯৬৪ জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ২১ হাজার ৪০৯ জন। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ৮০ বছরের বেশি এবং দিব্যাঙ্গজনদের ভোট নেওয়া হয়েছে। ভোট কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ, শৌচালয়, পানীয়জল ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। বর্ষার কারণে ভোটারদের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য ভোট কেন্দ্রে 'ওয়েটিং শেড' করা হয়েছে।

জেলাশাসক আরও জানান, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ১ জন করে প্রি সাইডিং অফিসার, ৪ জন করে পোলিং অফিসার ছাড়াও একজন করে অ্যাডিশনাল পোলিং অফিসার দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের জন্য একজন করে মাইক্রো অবজারভার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। এছাড়াও ৫৭- যুবরাজনগর বিধানসভা এলাকায় সিআরপিসি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ফ্লায়িং স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত পরিস্থিতি মনিটরিং করা হচ্ছে বলে জানান জেলাশাসক। এছাড়াও তিনি জানান, প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং করা হবে। করা হবে ভিডিওগ্রাফিও। জেলাশাসক জানান, নির্বাচন উপলক্ষে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণের জন্য।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন। তিনি জানান, ১০টি সেক্টরের প্রতিটির জন্য ১ জন ডিএসপি স্তরের আধিকারিক রয়েছেন নিরাপত্তার জন্য। প্রায় ৪০০ জন আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান, ২৫০ জন টিএসআর জওয়ান ছাড়াও রয়েছে পুলিশ। তিনি জানান, ৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৭টি স্পর্শকাতর, ১টি অতি স্পর্শকাতর এবং ৪টি স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

******